



6660 - কাফরেদরো প্রশ্ন করঃ আল্লাহকে কবে সৃষ্টি করছে

প্রশ্ন

আমি যখন কাফরেদেরকে বলি যে, ‘আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করছেন’ তখন তারা আমাকে প্রশ্ন করে— ‘আল্লাহকে কবে সৃষ্টি করছে?’ কভিবে শুরু থেকেই আল্লাহর অস্তিত্ব বদ্বিমান? আমি কভিবে তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

১। কাফরেদের পক্ষ থেকে আপনার দিকে ছুড়ে দেয়া এ প্রশ্নটি মূলতই বাতলি এবং এটি স্ববরিশেধী:

কারণ আমরা যদি তর্ক করে খাতরিতে ধরওে নহি যে, আল্লাহকে কোন এক সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করছে। তখন প্রশ্নকারী বলবে: সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিকর্তাকে কবে সৃষ্টি করছে??! এরপর বলবে: সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিকর্তাকে কবে সৃষ্টি করছে? এভাবে এ প্রশ্নের ধারা অন্তহীনভাবে চলতে থাকবে। বিবিকেরে কাছে এটি অগ্রাহ্য।

পক্ষান্তরে, সকল সৃষ্টিকে একজন স্রষ্টি সৃষ্টি করছেন এবং তাঁকে কবে সৃষ্টি করনি। বরং তিনি নিজেকে ব্যতীত বাকী সবকিছুকে সৃষ্টি করছেন— এটাই বিবিকে ও যুক্তি গ্রাহ্য। আর সেই স্রষ্টি হচ্ছে- আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা।

২। শরয়িত ও ইসলামেরে দৃষ্টিভিঙগি:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদরেকে এ প্রশ্নেরে ব্যাপারে জানয়িছেন যে, কবেতথেকে এ প্রশ্নেরে সূত্রপাত, কভিবে এ প্রশ্নেরে সমাধান দিতে হবে:

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি বলনে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, “মানুষ প্রশ্ন করতই থাকবে, করতই থাকবে। এক পরযায়ে বলবে: এ সৃষ্টিগিলোকতে তওে আল্লাহ সৃষ্টি করছেন। তাহলে আল্লাহকে কবে সৃষ্টি করছে? যে ব্যক্তি এমন কোন প্রশ্নেরে সম্মুখীন হবে সে যনে বলে, আমি আল্লাহর প্রতীঈমান আনলাম।”

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলনে, “তওেমাদরে কারওে কাছে শয়তান এসে বলে, কবে আসমান সৃষ্টি করছে? কবে জমনি সৃষ্টি করছে? সে যনে বলে: আল্লাহ। এরপর পূর্বরে হাদসিরে ন্যায় (আল্লাহর প্রতীঈমান আনলাম) উল্লেখ করছেন। সে বর্ণনাতওে, **الله** (রাসূলগণ) কথাটি অতিরিক্ত আছে। (অর্থঃ আমানতু বলিল্লাহি ওয়া রাসূলহি। অর্থ- আমি



আল্লাহর প্রতি ও রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনলাম)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “তোমাদের কারো কাছে শয়তান এসে বলবে: এটা এটা কে সৃষ্টি করেছে? এক পর্যায়ে বলবে: তোমার প্রতিপালককে কে সৃষ্টি করেছে? যদি কারো প্রশ্ন এ পর্যায়ে পৌঁছে যায় তখন সে যেন আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং এ প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে।”

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “বান্দার কাছে শয়তান এসে বলবে: এটা এটা কে সৃষ্টি করেছে?....”[উল্লেখিত সবগুলো হাদিস ইমাম মুসলিম সংকলন (১৩৪) করছেন]

তাই এ হাদিসগুলো থেকে জানা গলে:

এ প্রশ্নের উৎস শয়তান থেকে।

এ প্রশ্নের সমাধান হচ্ছে:

ক. শয়তানের এ প্ররোচনার পছিনে না ছুটা।

খ. এ কথা বলা যবে: ‘আমি আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনলাম’।

গ. শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা।

এ প্রসঙ্গে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, বামদিকে তনিবার খুথু ফলো ও সূরা ‘ক্বুল হুয়াল্লাহু আহাদ’ পড়া।[দেখুন: এ ওয়েবসাইটে গ্রন্থসম্ভারে ‘শাকাওয়া ওয়া হুলুল’ নামক গ্রন্থটি দেখুন]

৩। পক্ষান্তরে, আল্লাহ যবে, প্রথম থেকে আছেন সে প্রসঙ্গে আমাদের কাছে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী রয়েছে। যমেন:

ক. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “হে আল্লাহ আপনিই প্রথম; আপনার আগে কিছু নাই। আপনিই শেষ; আপনার পরে কিছু নাই।”[সহি মুসলিম (২৭১৩)]

খ. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন: “আল্লাহ ছিলেন; তখন আল্লাহ ব্যতীত আর কিছু ছিল না।” অন্য বর্ণনায় আছে, “আল্লাহর পূর্বে কিছু ছিল না”[হাদিসদ্বয় ইমাম বুখারী সহি গ্রন্থে সংকলন করছেন। ৩০২০ ও ৬৯৮২ নং হাদিস]

এ ছাড়াও আল্লাহর কতিবে এ প্রসঙ্গে অসংখ্য আয়াত রয়েছে।



তাই মুমনি ঈমান রাখতে; সন্দেহে পোষণ করে না। কাফরে অস্বীকার করে। আর মুনাফকি সন্দেহে-সংশয় পোষণ করে।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদেরকে সত্য ঈমান ও একীন দান করেন; যাত্রে কোন সন্দেহে নাই।

আল্লাহই তাওফিকদাতা।